যায়যায়দিন

তারিখ SEP. 26 2006
পৃষ্ঠা ২ কলাম

দুই শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ

রাবিতে খাতা জালিয়াতির ঘটনা ধামাচাপার চেষ্টা

রাবি প্রতিনিধি

এমএ পরীক্ষায় একজন শিক্ষার্থীকে প্রথম শ্রেণী পাইয়ে দিতে রাজশাহী ইউনিভার্সিটির ভাষা বিভাগের দুই শিক্ষকের বিরুদ্ধে খাতা জালিয়াতি ও অতিরিক্ত নাম্বার দেয়ার গুরুতর অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় গঠিত তদন্ত কমিটি রিপোর্ট দিলেও প্রভাবশালী মহলের তৎপরতায় তা ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা চলছে বলে জানা গেছে।

জানা গেছে, ২০০৪ সালের এমএ (উর্দু) ফলপ্রার্থী দুই ছাত্র ওলিউল হক ও সাইনুল ইসলাম এ বছরের ২৩ মার্চ বিভাগীয় সভাপতির মাধ্যমে ভিসির কাছে এ বিষয়ে লিখিত অভিযোগ করেন। অভিযোগে বলা হয়, ২০০৩ সালের অনার্স ফাইনাল পরীক্ষায় তারা দ্বিতীয় শ্রেণীতে যথাক্রমে প্রথম ও ষষ্ঠ স্থান লাভ করেন। আর তাদের সহপাঠী রেজাউল আলম ১৭ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে শেষ স্থান লাভ করেন। কিন্তু এমএ পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর ১০১ নাম্বার কোর্সের উত্তরপত্রের সঙ্গে লুজ শিট সংযোজন করে অতিরিক্ত নাম্বার দিয়ে রেজাউল আলমকে প্রথম শ্রেণী পাইয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করেছেন ওই কোর্সের ইন্টারনাল ও এক্সটারনাল দুই শিক্ষক। এ বিষয়ে গঠিত একটি তদন্ত কমিটি অভিযোগের সত্যতা খুঁজে পায়। কিন্তু রহস্যময় কারণে ২১ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত একাডেমিক কাউন্সিলের মিটিংয়ে বিষয়টি নিয়ে আলোচনার কথা থাকলেও এ সংক্রান্ত কোনো এজেন্ডা রাখা হয়নি।

ইউনিভার্সিটি প্রশাসনের একটি সূত্র জানিয়েছে, অভিযুক্ত শিক্ষকদের বাঁচানোর একটি কৌশল হিসেবেই বিষয়টি প্রলম্বিত করা হচ্ছে। এ বিষয়ে কথা হয় সিন্ডিকেট ও একাডেমিক কাউন্সিলের সভাপতি ভিসি প্রফেসর ড. এম আলতাফ হোসেনের সঙ্গে। তিনি যায়যায়দিনকে বলেন, এ বিষয়ে গঠিত তদন্ত কমিটির রিপোর্টটি সিন্ডিকেটের মিটিংয়ে অনুমোদিত হয়েছে। কিন্তু যেহেতু বিষয়টি একাডেমিক, তাই সেটি একাডেমিক কাউন্সিলের মিটিংয়ে তোলার সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু একাডেমিক কাউন্সিলের গত মিটিংয়ে না তোলার বিষয়টি তিনি এড়িয়ে যান। অভিযুক্ত শিক্ষক অধ্যাপক রেজাউল করিম ও আতাউর রহমানের সঙ্গে এ বিষয়ে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করা হলে তারা বলেন, রেজাল্ট প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত এ নিয়ে তাদের কোনো মন্তব্য নেই। তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে– এমন প্রশ্ন করা হলে তারা বলেন, বিষয়টি ভিসি স্যার জানেন।